স্বপ্নের ডানা

পীযূষ ঘোষ

(এপ্রিল, ২০২০)

সপ্তাহ দুই হলো রিকু তার আগের পাড়া ছেড়ে একই শহরের অন্য প্রান্তে উঠে এসেছে। পুরানো পাড়ার সূর্যের জন্য এখনো তার বেশ মন খারাপ করে। আর করবেই না বা কেনো, এক সাথে সেই ক্লাস ওয়ান থেকে আজ সেভেন হয়ে গেলো। দুই বন্ধুর মধ্যে দুটো ব্যপারে ভীষণ মিল। দুজনেরই কথা বার্তা, হাঁটা চলা ও কার্য কলাপের মধ্যে একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। দুজনেই লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে আর কথা বলতে খুব ভালবাসে। আর অতি সামান্য অমিলের মধ্যে, রিকু একটু আধ্টু হলেও মা-বাবার কথা কানে তোলে, কিন্তু সূর্য একেবারেই ও পথ মাড়ায় না।

এই সেদিন, রিকু তার বাবার সাথে একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশের ডিনারে গিয়েছিলো, সঙ্গে মাও ছিল। সেই অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে রিকুর বাবার পরিচয় হয় পৃথিবীর বিখ্যাত এবং অন্যতম ধনী এক মার্কিন ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম উল্লেখটা এখানে তেমন একটা প্রাসঙ্গিক নয়। আলাপের সূত্র ধরে সেই ভদ্রলোক মিষ্টি হেসে নিজেই পরিচয় করে রিকুর সাথে। প্রায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে তাদের আলাপ চারিতা, আর ভীষণ উপভোগ করেন তিনি রিকুর সঙ্গে এই সময়টা। রিকুর প্রশ্নের তীক্ষ্ণতা, আর ভাবনা-চিন্তার নিজস্বতা তাকে মুগ্ধ করে। যাবার আগে রিকুর বাবা-মাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন- “this kid will really fly high, please take care of him”। বাড়ি ফেরার পথে এই কথাটাই বার বার রিকুর বাবার মনে, নানান ভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগলো, ‘ফ্লাই হাই’। রিকুর মা অবশ্য কথাটির বাংলা অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হন।

রিকুর বাবা, মিঃ বোস স্বভাবত স্বল্পভাষি। তাঁর মেধা, পরিশ্রম ক্ষমতা এবং ব্যবহারের জন্য সবার শ্রদ্ধেয়। হাসি মুখে পরোপকারের একটা প্রবৃত্তি চেহারার মধ্যে সদা বর্তমান। মিসেস্ বোস, একজন ঝরঝরে ব্যক্তিত্ব, অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ও পরিশ্রমী। সাহিত্য, জীবনদর্শণ, এসব আবার তাঁর অভিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। দূরদর্শিতা কথাটার আক্ষরিক অর্থ-ই নাকি তার কাছে এখনও ঠিক পরিষ্কার নয়।

“আচ্ছা মা, তারাগুলো কেনো মিট্ মিট্ করে বলোতো?

“বাবা শোন্না, তুই না প্রথমে এই শুক্তোটা মেখে খা, তারপর এই ছানার ডালনাটা দিয়ে খাবি আর শেষে মাছটা। মাছটা কিন্তু ল্যাজার দিক থেকে শুরু করিস”।

“ও মা, বলোনা তারাগুলো কেনো .....”

“আর শোন্, তুই কিন্তু কাল থেকে স্কুলে অম্লানের পাশেই বসবি”

“না, আমি ওর পাশে বসবো না”।

“যা বলছি শোনো *(গম্ভীর গলায়)*। আর মনে রাখবে, এবারে ইংরেজী আর অঙ্কে কিন্তু অম্লানের থেকে বেশী নম্বর পেতে হবে”।

এই ভাবেই রিকের প্রায় প্রত্যেকটি ব্যপারে মা ছেলের উপর নজর রাখেন, যত্নসহকারে নির্দেশ দেন এবং তত্ত্বাবধান করেন। অবশ্য বেশীর ভাগ সময়-ই সেগুলো রিকের পছন্দের তালিকার সঙ্গে মেলেনা। কিন্তু উপায় কি, মায়ের করণীয় ও কর্ত্তব্য মাকে তো করতেই হয়।

“কি রে? তুই এই সব তার, ব্যট্‌রি নিয়ে কি করছিস? একটু অঙ্ক বইটা নিয়ে,বসতে পারিসতো”।

“মা দেখো, আমি একটা নতুন সারকিট বানিয়েছি। দেখবে দেখবে, এই মটরটা কানেক্ট করে দিলেই...”

“বেশ, বেশ, শোনো কাল থেকে তুমি কিন্তু টিফিনের সময় ওই বড় বট গাছটার তলায় বসে খাবে, আমি দেখেছি ওই গাছটার তলায় ছায়াটা অনেকটাই বেশি”।

এই ভাবেই কখনো জান্তে, কখনো অজান্তে, আবার কখনো বা পড়াশোনা অবহেলিত হলে ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সরলরেখা দিকভ্রষ্ট হতে পারে তার ভয়ে ছেলের প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যায়। বেশির ভাগ সময়-ই, রিকুর এই ধরনের সূক্ষ সূক্ষ চিন্তাগুলো, অভিনব পরিক্ষাগুলো তার উপযুক্ত স্বীকৃতি পাইনা।

“ মা, পপকর্ন কেনো ওরকম ভাবে পপ করে বলতে পারবে?” বিকেলে বারান্দায় বসে প্যকেট থেকে একটা পপকর্ন দুটো আঙুলের ফাঁকে ধরে অত্যন্ত মনসংযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলো রিকু।

“আগুনে দিলে কি রকম ফট্ ফট্ শব্দ করে, কিন্তু কেন করে তাতো জানিনা” মায়ের সরল শিকারোক্তি। “আচ্ছা বাবা, কাল রবিবারে তোমার অঙ্কের স্পেশাল ক্লাস আছে জানোতো? আমি তোমার সঙ্গে যাবো আর বাইরে বসে থাকবো, তারপর ওখান থেকে তবলার ক্লাস সেরে ফিরবো। আর তুই যে তিনের দাগের অঙ্কটা বুঝতে পারছিসনা, সেটা স্যারকে আমি গিয়ে বলবো।

রিকু কখনই চাইনা এই সামান্য দূরত্বের পথ সেটাও তার মা তার সঙ্গে যাক। কিন্তু সেই ভালো না লাগার মত্ প্রকাশ করার মতন উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব এখনো রিকু অর্জন করতে পারেনি। স্কুলের প্রত্যেকটি স্তরেই, রিকুর পরীক্ষার ফলাফল বেশ ভালো, বলা যায় তার মা-বাবার প্রত্যাশাকে অনায়াসে পেছনে ফেলেছে। আর তার সঙ্গে এখন সে মায়ের বেশ বাধ্য সন্তানও হয়ে উঠেছে। পাড়ায়, বাড়ির ছোটো বড় জমায়েতে, রিকু এই সবের জন্য সবার কাছে বেশ প্রশংসা পায়। আর তার মা তার অভিভাবকত্বের সাফল্যের আস্বাদ গ্রহণ করে মনে মনে তৃপ্ত হয়। আর সেই সাফল্যের থেকে অনুপ্রেরনা অর্জন করে, মায়ের দায়িত্বশীলতা ও কর্ত্তব্যপরায়নতা আরও গতি লাভ করে। ওদিকে মিঃ বোস, ছেলের ফলাফল নিয়ে যেমন খুব বেশি উচ্ছ্বাসিত নন, তেমনি নিজের কর্মব্যস্ত জীবনধারাকে বজায় রেখে, ছেলের বেড়ে ওঠার ধরন নিয়ে মন্তব্য করার বা পরামর্শ প্রদান করার তত সামান্য অধিকার আছে কিনা নিজেও সেই ব্যপারে যথেষ্ট সন্দিহমান। দেখতে দেখতে রিকু এখন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেষ বৎসরে। কলেজের এই কয়েকটা বছর অবশ্য রিকু তেমন একটা নজর কাড়ার মতন কিছু করতে পারেনি। যদিও রেজাল্ট্‌টা মোটামোটি ভালোই করে সে। তবে তার স্কুল জীবনের সেই ছোটো ছোটো সুক্ষ সুক্ষ ভাবনা চিন্তাগুলোকে আজ আর তেমন ভাবে উঁকি ঝুঁকি মারতে দেখা যায়না। উদ্ভাবনমুলক পরিক্ষাগুলোও লুপ্তপ্রায়, নিজস্ব যুক্তি গুলোর মধ্যেও কেমন সহজেই একটা ধার-এর অভাব পরিলক্ষিত হয়।

“রিক, তুই তোর প্রজেক্ট পেপারটা জমা দিয়েছিস? আজ তো ডেড্ লাইন, তাইনা !”

“হ্যাঁ মা, এই এবার দেবো”

“বলছিলামকি, তুমি যদি বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে খেতে যাও, চাউমিন খেয়োনা যেন, খেলেও সস্ নেবেনা কিন্তু”

“আচ্ছা মা, ঠিক আছে”

“আরেকটা কথা, সোমবারের ক্লাস টেষ্টে এবার তুমি ছোটো প্রশ্নগুলো আগে করবে”

ধীরে ধীরে রিকু এখণ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তার কয়েক বছর আগের তার সেই বিদ্রোহী মনটা এখন অপেক্ষা করে আদেশের।

“ মা, কালকে রাজুদের বাড়ি কোন জামাটা পরে যাবো, ওই লালটা না সবুজটা?” খাবার টাবিলে বসে মাকে জিজ্ঞেস করে

“কি ব্যপার, মা ছেলেতে কোথায় যাচ্ছো, দূপুর বেলায় খাওয়া দাওয়ার পরেই?”

“ওই যে, রিকু বললো ওর সঙ্গে যেতে, প্রজেক্টের জন্য কিছু জিনিস পত্র কিনতে হবে”

“আরে, সে তো ও নিজেই যেতে পারে !”

“ঠিক আছে, তুমি দাঁড়াও তো, সঙ্গে যাওয়া ভালো”

মিঃ বোস মনে মনে একটু অবাকই হন। ভেতরে ভেতরে মেনে নিতেও কোথায় যেন একটু বাধে। কলেজ পাশ করার পরে কাটে আরও দুটো বছর। রিকু চাকরি না পাওয়ায় বাড়ির মধ্যে সকলেরই অল্প বিস্তর অস্থিরতা বাড়ে। তবে চেষ্টা যে রিকু করেনা সেটাও সত্যি নয়। বাবাও তাকে নানান ভাবে আশ্বস্ত করে। খুব বেশি দেরি হবার আগেই অবশ্য এক সোমবারের সকালে, খুশীর খবর নিয়ে ই-মেল আসে একটি সফট্ওয়ার কোম্পানি থেকে। বোস পরিবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। মিসেস্ বোসের এতোদিনের প্রচেষ্টা যেন সম্পুর্নতা লাভ করলো। শুক্রবার রিপোর্ট করতে হবে।

অফিসে যোগ দিয়ে ফেরার পথে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি ধরবে বলে।

“আরে, ওটা সূর্য না, মা দেখো !!” *(ভীষন আনন্দের সঙ্গে)*

“কিন্তু এই কোট টাই জুতো পরে .....”

“হ্যাঁ মা, আমি ঠিকই বলছি” বলেই রিকু একটু এগিয়ে যায়। বন্ধু যেন সহজেই চিনে নেয় পুরনো বন্ধুকে।

মা নিজেই আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করে “ সূর্য, কেমন আছো তুমি, অনেক দিন পর দেখলাম তোমাকে”

“ভালো কাকিমা, কিরে রিকু কেমন আছিস, কোথায় গিয়েছিলি” চোখে মুখে একটা ভিন্ন আবেগ

“রিকুতো একটা চাকরি পেয়েছে, এইতো জয়েন করে ফিরছে *(গলায় উচ্ছ্বাস)* । তা তুমি কি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছেলে, কেমন হয়েছে, হয়ে যাবেতো চাকরিটা?”

“না কাকিমা, ওই পাশেই, ওই ওখানে, উঠতি শিল্পপতিদের নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সমাবেশ হচ্ছে, ওখানে আমাকে ওঁরা গেষ্ট্ স্পিকার হিসেবে আমন্ত্রন জানিয়েছিলো, তাই এসেছিলাম। ওদের গাড়িটা এখানে আসবে, আমায় পৌঁছে দেবে তাই অপেক্ষা করছি। আপনারা একদিন আসুন্না আমাদের বাড়ি”।

রাতে খাবার টেবিলে রিকু তার বাবাকে বলে যে সূর্যের সাথে তাদের দেখা হয়েছিলো, মা বাকি বিবরনটা দেয়। তার সঙ্গে রিকুর অফিসের ঝাঁ চকচকে ব্যপার-স্যপারটাও শোনায়। মিঃ বোসের মনের ভেতর কিরম একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়।

“ নিজের ছেলে বলে বল্ছিনা, কিন্তু রিকুর মতন ছেলে আজকাল পাওয়া একটু মুশকিল, কি বলো? এখনো মা-বাবা যা বলে তাই করে, অনুমতি ছাড়া কিছু করে না। তার সঙ্গে এখন সফট্ওয়ারে ভালো চাকরিও পেলো। কি গো, তাই না?” বিছানায় শুয়ে, মিসেস বোসের গলায় একটা আত্মতৃপ্তির স্বর।

“হুঁ, ঠিক-ই বলেছো”, বলতে বলতে উল্টো দিকে পাস ফেরে মিঃ বোস। শুয়ে থাকে, ঘুম আসেনা। ‘He will fly high, please take care of him’ কোথায় যেন সেই বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ বানির সঙ্গে বাস্তবের বিরাট অন্তর। তবে কি তাঁর অনুমান সঠিক ছিলো না! সত্যিই কি প্রতিভা চিনতে ভুল হয়েছিলো তাঁর ! – মন ঠিক সেটাও বিশ্বাস করতে পারেনা।

বা হয়তো, এত ওপরে উড়তে গেলে যে বলিষ্ঠ ডানার প্রয়োজন, সেই ডানা, অতি-স্নেহ, আত্ততা ও যত্নশীলতার চাপে কোনোদিন স্বাধীন ভাবে বেড়েই উঠতে পারেনি। মাটিতে দাঁড়িয়ে অসীম আকাশে উড়তে গেলে ‘স্বপ্ন’ নামের যে বাহনটির সহায়তা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাকে হয়তো আমরা আমাদের অজান্তেই রিকুর অনেক দুরের অতিথি বানিয়ে ফেলেছি। কিংবা কারিগর হিসেবে একটা ***‘ভালো ছেলে’*** তৈরি করার নিঃস্বার্থ ও নিরলস প্রচেষ্টাকে পালন করতে গিয়ে, ***‘আকাশে ওড়া’*** ছেলের ছবিটা আঁকার সুযোগই হয়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে তার মনে পড়ে, জ্যক্ ক্র্যান্ফিল্ডের একটা লেখাতে পড়েছিলেন বেশিরভাগ সময়-ই নাকি মধ্যবিত্ত পরিবারে এরকম-ই হয়ে থাকে, যাকে খুব সাধারণ ভাষায় বলে ‘*over conditioning*’, এও কি তবে তাই !!!